যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১১:২৪ এএম

শিক্ষাঙ্গন

ববিতে শিক্ষকদের অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, পালটা হুঁশিয়ারি উপাচার্যের

Advertisement

বরিশাল ব্যুরো
প্রকাশ: ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ০৮:১৩ পিএম

ছবি: যুগান্তর

পদোন্নতির দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শিক্ষকদের একটি অংশ। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, উপাচার্য আইনি বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের পদোন্নতি দিচ্ছেন না। এদিনও শিক্ষকরা সব ধরনের ক্লাশ-পরীক্ষা বর্জনসহ প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করেন। শিক্ষকদের এ আন্দোলনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনের পর পালটা সংবাদ সম্মেলনে তাদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান ববি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। কাজে না ফিরলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ধীমান কুমার রায়। তিনি অভিযোগ করেন, ২০২৪ সাল থেকে অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করলেও উপাচার্য আইনি বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে তা ঝুলিয়ে রেখেছেন। ইউজিসির একটি চিঠির অপব্যাখ্যা দিয়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন ও স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন করছেন। এর ফলে ডিগ্রি প্রদানের বৈধতা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ২৫টি বিভাগে শিক্ষক সংকট থাকলেও এবং ৫১টি অনুমোদিত পদ খালি থাকলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ‘প্রশাসনিক অদক্ষতা’ ও ‘অধিকার হরণের’ প্রতিবাদে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।

শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়ার পরপরই পালটা সংবাদ সম্মেলন ডাকেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. তৌফিক আলম। তিনি শিক্ষকদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা শিক্ষকদের এমন কর্মকাণ্ডে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সংকট নিরসনের জন্য তিনি তাদের মন্ত্রণালয় বা ইউজিসিতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু তারা রাজি হননি।

উপাচার্য আরও দাবি করেন, অনেক শিক্ষক চার বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই রেয়াত (বিশেষ সুবিধা) নিয়ে পদোন্নতির আবেদন করেছেন, কেউ কেউ দুই বছরেই আবেদন করেছেন। শিক্ষকদের ক্লাশে ফেরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যদি ক্লাশ-পরীক্ষা বন্ধ রাখেন, তবে শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন অনুযায়ী যা করণীয়, তা করা হবে।

এর আগে সোমবার (২০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ১০২ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিতে নামেন শিক্ষকরা। ববিতে মোট ২১০ জন শিক্ষক রয়েছেন।

ভারত থেকে প্রবেশের সময় দুই তরুণ-তরুণী আটক

এ প্রসঙ্গে ববি কর্তৃপক্ষের দাবি, ২০১৫ সালের বিধিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য বোর্ড বসানো হয়েছিল। তবে ইউজিসি ২০২১ সালের অভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে পদোন্নতি দিতে বলেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে সেই নীতিমালা প্রণয়ন শেষে ববির সিন্ডিকেটে পাশ করে অনুমোদনের জন্য ইউজিসিতে পাঠানোর পর পদোন্নতি দেওয়া হবে।